শ্রী শ্রী হরি শরণম্।

এ বৎসরের শ্রেষ্ঠ—

অলিম পিক

ভাদু সঙ্গীত

নমোঃ ভাদ্রেশ্বরীন্ দেবীং খাজাং গজাং তথৈবচ।
তন্নমামি ঝিলাপি দেবীং বেঙ্গলে বস দায়িনীন্।

অলিম পিক্ ভাদুর গান সকল গানের সেরা।
মাতিয়ে তোলে সবার মন বহে আনন্দের ধারা॥
তাই বলি বন্ধুগণ ভাদুর আগমনে।
দশ পয়সার বিনিময়ে নিয়ে যান কিনে॥

প্রণীত— শ্রীকরালীচন্দ্র চন্দ।

প্রকাশক—শ্রীসত্যনারায়ণ দত্ত।
কেঞ্জেকুড়া - বাঁকুড়া।

মূল্য—১০ দশ পয়সা মাত্র।

সরস্বতী প্রেস—মুনসেফডাঙ্গা রোড, বাঁকুড়া।

বিজ্ঞাপন

আসুন আসুন

আপনাদের চির পরিচিত—

অন্নপূর্ণা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার

এখানে আধুনিক রুচি সম্মত সকল রকম ভ্যারাইটি মিষ্টান্ন পাইকারী ও খুচরা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

প্রোঃ— শ্রীদুঃখভঞ্জন দত্ত এণ্ড ব্রাদার্স

কেঞ্জেকুড়া - চকবাজার - গলিপটা।

ভালো চা মানেই মনে পড়ে— শম্ভুনাথ করের চায়ের দোকান

স্বাদে ও মিষ্টতায় জনপ্রিয়

এখানে চা খেলে মনে আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করা যায়।

প্রোঃ— শ্রীশম্ভুনাথ কর।

কেঞ্জেকুড়া, চকবাজার, গলিপটি—বাঁকুড়া।

১। বন্দনা

নমো বিশ্বপতি।

করি মোরা তব পদে প্রণতি ॥

মোরা যত কর্ম করি হে, দাও মোদের মতিগতি।

(মোরা) অধম সন্তান তব, নাহি জানি ভকতি স্তুতি ॥

তব স্মরি কর্ম করি হে, হয় মোদের সকল স্থিতি।

(তোমায়) অবহেলা করি মোরা তাই মোদের এই দুর্গতি ॥

মোদের সম্বল তুমি কেবল হে, ঘুচাও মোদের দুর্গতি ॥

(প্রভো) নিজগুণে কৃপা করে, কর্ম্মে গুণ দাও অতি ॥

আমি অতি মূঢ় হে, নাই ভক্তি তব প্রতি।

(মম) এই মিনতি তব প্রতি, ও পদে থাকে মতি ॥

২। (আবাহন)

যেমন শ্যাম মিলনে।

ব্রজবাসীর আনন্দ বৃন্দাবনে ॥

আনন্দের ধ্বনী গেয়ছ গো শারদীয়া আগমনে।

(ওলো) তেমনি তাদের আগমনে, আজি মোদের ভবনে।

কতদিন পরে বাঁদুলো, এলো মোদের এখানে।

(কত) আনন্দ হইল আজি, পেয়ে মোরা আপন জনে ॥

ভাদুর বাসর সাজিও সবে গো করিয়ে যতনে।

(আবার) নানা মতো ফুল তুলিয়ে, গাঁথ মালা একমনে ॥

বাটা ভরা পান সাজিয়ে [illegible]

(রাখবে) খাজা গজা বিলাপি তাতা আনায়ে যেমন যেখানে ॥

[illegible]

৩। মনশিক্ষা

কেন অকারণে।
মিছে চিন্তা কর মন এক্ষণে ॥
যখন তুমি পড়লে বাঁধা হে, পড়ে প্রেমের বন্ধনে।
(ও তুই) সংসার জেলে বদ্ধ হয়ে, দিন কাটাস আপন মনে ॥
আগে পিছে না ভাবিয়ে রে, হাত দিলি পর ধনে।
(এখন) যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল পেলিরে কর্ম্মের গুণে ॥
বিচার পতি করলে স্থিতি হে, (ভব) কারা যাবজ্জীবনে।
(তাই) ভব কারায় সুত দ্বারায়, খাও গুতো রাত্রি দিনে ॥
জর জর করে অঙ্গ হে, সুত দ্বারার পীড়নে।
(এখন) নাইকো উপায় বিনে ওপায় ভব কারার মালিক বিনে ॥

৪। রাধা উক্তি

ও সই কদম তলায়
কালো মেঘের উদয় হ'ল যমুনায় ॥
নবীন নীরদ ঘন গো উদয় যেন শ্যাম রায়।
(দেখ) মাঝে মাঝে শ্যামা মেঘে, বিদ্যুত যেন চমকায়
কদমতলা করে আলো গো জলদবরণ নট রায়।
(ওগো) পূর্ণচন্দ্র উদয় যেন, হইল কদম ছায় ॥
বারি পানে চাতকীগণে গো কদমতলা পানে ধায় ॥
(আবার) চায় সঘনে নীরদ পানে, নাচিয়া নাচিয়া যায় ॥
বিদ্যুত বরণ যেন গো আকর্ষিছে মোর হিয়ায়।
(আমি) আর যে ধৈর্য ধরতে নারি, করি এখন কি উপায় ॥

৫। সখী উক্তি

ওগো রাজ মহিষী।
কেন আজি হেরি গো উন্মাদিনী ॥
নীরদ বরণ নহে গো, শ্যামবরণ হয় ধনী।
(শ্যামের) কালো বরণ মেঘের উদয়, হইল বিনোদিনী ॥
কদম্বের ছায়া হেরি গো, শ্যামের মোহন বেণী।
(শ্যামের) মোহন চূড়ায় কনক ধড়া, জলে যেমন বিদ্যুৎ খনি ॥
নয় চাতকী অষ্টসখী গো, যেন মত্ত কুরঙ্গিনী।
(তারা) কৃষ্ণ প্রেম সুধাপানে, চলে ত্বরীত গমনী ॥
বিদ্যুৎ বরণ বংশীবদন গো, করয়ে বংশীর ধ্বনী।
(দেখ) বংশীরবে রমা সবে, করয়ে আকর্ষণী ॥

৬। গিন্নীর রাজত্ব

এখন ভেবে মরি।
গিন্নী নিয়ে ঘর করা ভাই ঝকমারী ॥
অভাব ওজর অড়ায় যত গো, যোগাতে তার না পারি।
(আবার) নাইকো পয়সা বল্লে পরে, দেখায় গো যেজাজ ভারি ॥
হাতে ঘড়ি পায়ে জুতা গো, চোখে চশমা গায় শাড়ী।
(তার) এত ক'রেও মন পাওয়া দায় (তবু) কয়না কথা মুখ ফিরি ॥
বলে একটা বেতার যন্ত্র গো, দাও এনে শীঘ্র করি।
(নৈলে) গৃহ কাজে মন মানে না, ঘটায় সদা কেলেঙ্কারী ॥

৭। রাধা উক্তি

শ্যাম করি মানা।
বারে বারে মোরে লজ্জা দিও না ॥
আমি যে অবলা নারী হে, প্রেমের মর্ম্ম জানি না।
(ওহে) পথের মাঝে একলা পেয়ে, কেন কর বিড়ম্বনা ॥
এ দুর্ম্মতি ছাড় নীতি হে, পর নারী কামনা।
(তোমার) গেল না কুরীতি নীতি সুমতি আর এলনা ॥
রাজার ঝিয়ারী আমি হে; আমি পর ললনা।
(ওহে) তুমি যে গোঠের রাখাল, সাথী তব গোপাঙ্গনা ॥
বামন হয়ে চাঁদ ধরিতে হে, কেন কর বাসনা।
(আবার) সবাসনার হয় বাসনা, পায় যেন কালসোনা ॥

৮। কৃষ্ণ উক্তি

কেন ভুলের বশে।
কাঁটার জ্বালা দাও রাধে অচিন বেশে ॥
তুমি আমার আমি তোমার গো প্রাণে প্রাণ আছে মিশে।
(ওগো) তুমি রাধা প্রাণের আধা প্রাণ পাই প্রাণ পরশে ॥
যখন আমি বাজাই বাঁশী গো, দেখা দাও ছুটে এসে।
(আবার) থেকে থেকে আড়াল থেকে, কও কথা হেসে হেসে ॥
মানের দায়ে তব পায়ে লো, প্রাণ সঁপেছি তব পাশে।
(তোমার) এমনী কলা বাড়াও জ্বালা, জ্বালা নিভেনা শেষে ॥
পিরীতির হাট বসিয়ে গো, অকালে ভাঙ্গ মিছে।
ওগো) ভাঙ্গাগড়া তাহার খেলা, ভাঙ্গে কেবল কপাল দোষে ॥

৯।

ক—বে সেদিন হবে।
রা—ধা, কৃষ্ণ মোরে কৃপা করিবে ॥
লী—লাময়, লীলা ছলে গো, অবতীর্ণ হন যবে।
চন্দ্র—সূর্য্য গ্রহ তারা, তাঁর কৃপায় উদয় সবে ॥
চন্দ—নে, ছেদিলে তরু গো, সুবাস বিতরিবে।
কে—ন, তবে মোরে অধমে, প্রভু কৃপা না করিবে ॥
ন—হি, কৃপা প্রার্থী তব গো মহাপাপী আমি যে।
জা—নিনা, তোমার অর্চনা নিজগুণে তরাইবে ॥
কু—মতি সদাই অতি গো মম মতি ফিরাও এবে।
রা—ত, নিজগুণে কৃপা করে, দাও স্থান যুগল পদে ॥

১০। ছেলেধরার হিড়িক

প্রাণে আর বাঁচিনা।
কলিকালের দেখে কাণ্ড কারখানা ॥
ছেলে ধরার হিড়িক এলো গো চারিদিকে যায় শোনা।
(আবার) কেহ বলে ছেলে পেলে, ধরিলে আর ছাড়েনা ॥
যে দিকে যাই কহে সবাই গো, ঘরের বাহির হ'য়োনা।
(নৈলে) পড়লে ছেলে ধরার হাতে প্রাণে আর বাঁচবে না ॥
আত্মহত্যা করছে যারা গো, কত লিখার বাসনা।
(কেবল) আতঙ্কে প্রাণ শিউরে উঠে, কভু নাগাল পেলাম না ॥
প্রতিদিন দেখলে কিছু গো থাক লিখে সর্ব্বজনা।
(সবে) বলে এবার ছেলে ধরায়, প্রাণে আর রাখবে না ॥

১১। অনাবৃষ্টি

বলি ও গঙ্গাজল।
কেমনেতে ভাদুপূজা হবে বল ॥
আকাশে হলনা বৃষ্টি লো, ধু ধু করে মাঠ সকল।
(দেখ) চাষিরা সব আকাশ পানে, চেয়ে থাকে অবিরল ॥
বীজ বপন করল মাঠে গো, গেল তারা রসাতল।
(ওলো) পুন বীজ বপন করে, জলাভাবে যায় সকল।
শস্য শূন্য হল গৃহ লো, নেই মোদের কোন সম্বল।
(আবার) কর্ম্মীগণের কর্ম্ম বন্ধ হইয়ে কর্ম্ম অচল।
টাকা কড়ি নাই উপার্জ্জন লো, অর্থশূন্য হয় কেবল।
(ওলো) কেমন ক'রে যেয়ে বাজারে, আনবি লো ভাদুর শীতল।

১২। বজ্রপাত

ষোলই আষাঢ় দিনে।
বজ্রপাত হয়েছিল ধরনে ॥
ভীষণ গর্জ্জন রব হে, পশে যেমন শ্রবণে।
(অমনি) মানুষ পশুপক্ষী আদি, আতঙ্কিত হয় প্রাণে ॥
বিদ্যুতের জ্যোতি হেরি হে, ত্রাসিত সর্ব্বজনে।
(মোরা) নয়ন হেরি রৈতে নারি, তাহার আকর্ষণে ॥
তালগাছেতে লেগে ছিটা হে, পড়িল মধ্যখানে।
(ওগো) মধ্য তালা ভেদি আবার, পড়িল মেঝের স্থানে ॥
পাকা বাড়ী বিদির্ণ হ'ল হে, বিদ্যুতের গুণাগুণে।
(তার) জ্যোতির আভায় অচৈতন্য হইল চারিজনে ॥

১৩। সুং

ভাদু পূজার দিনে।

বড্ডাকুর আজ প্রেম করিব দুজনে ॥

খোকার বাবা বিদেশেতে হে, এমন সুখের দিনে।

(এখন) কার সনেতে ক'হিব কথা, লুটিব মজা কার গনে ॥

ঝিলাপি সন্দেশ খাজা গজা হে, কে দিবে এনে।

(এখন) কার সনেতে প্রেমালাপে, তুষিব সযতনে ॥

একটী দিনের তরে তুমি হে, ভাদুর জাগরণে।

(ওহে) খোকার বাবা হয়ে আজি, কাটাও নিশি এখানে ॥

নিরাশা ক'রনা আজি হে, প্রেম সুখ আলাপনে।

(নৈলে) বিফলে পোহাবে নিশি, সব আশা রৈবে মনে ॥

১৪। দেশের আব্‌হাওয়া

বসে ভাবছি মনে।

এ দুদ্দিনে বাঁচি বল কেমনে ॥

পঞ্চাশ সালের দুর্ভিক্ষ বুঝি হে এল কি এতদিনে ॥

(এখন) দেশবাসীর বাঁচা যে দায় এল এমন দুদ্দিনে ॥

জিনিষের দর বাড়িল দ্বিগুণ হে, কারসাধ্য সে সব কেনে।

চাউল আটা স্তরে স্তরে, বাড়ে যে দিনে দিনে ॥

সরিষা, লঙ্কা, পস্ত জিরা হে, সুপারী জাইল ধনে।

(আবার) তরকারী কিনিতে গেলে, মাথা ধরে দর শুনে ॥

কিনে খাওয়া দায় হইল হে, বাঁচি মোরা কেমনে।

(আবার) ধীবরিনীর নাককাঁদানি অসহ্য লাগে প্রাণে ॥

—ভবানী প্রেস—

যাবতীয় ছাপাই কার্য্যের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

কালিতলা (গার্লস্ স্কুলের পাশে) বাঁকুড়া।

১৫। রং

ভানু উদয় হলে
প্রস্ফুটিত হয় যেমন শতদলে ॥
ম্লানমুখী হয় আবার লো, রবি অস্তাচলে গেলে।
(ওলো) তেমনী ধনী তোমায় আমি তিলেক না হেরিলে ॥
ফুল বনে মধুপানে লো (যেমন) গুঞ্জরে অলিকুলে ॥
(তেম্নী) মধু আসে তব পাশে এসেছি কুতুহলে ॥
বড় আসে এসেছি পাশে লো, প্রেমসুধা মানস ছলে।
(দিয়ে) প্রেম সুধা আলিঙ্গনে, মিটাও জ্বালা অবহেলে ॥

১৬। (প্রেমশিক্ষা)

যেমন অন্ধজনে
নিজরূপ হেরে নাকো দর্পনে ॥
তেম্নী তুমি প্রেমের মর্ম্ম হে, বুঝিবে কেমনে ॥
(ওহে) প্রেম বলিলে হয়না প্রেম, মিলেনা যেথায় সেথানে।
টাকা পয়সায় মিলে না প্রেম হে, মিলেনাকো দোকানে।
(ওহে) প্রেম সে বড় উচ্চ জিনিষ, যে বুঝেছে সেই জানে ॥
প্রেমে বাধা পেয়ে শিব হে বাস করেছেন শ্মশানে।
(দেখ) নবীন গোরা প্রেমে মজে পিতামাতা ছাড়্‌লে কেনে ॥
পাঁচ বছরের শিশু ধ্রুব হে, তার মাথা খেল প্রেমে।
(ও সে) শুনল নাকো কারো কথা বাড়ী ছেড়ে চুকল বনে ॥

ন্যাশন্যাল ভ্যারাইটি ষ্টেশনারী ষ্টোর্স

এখানে যাবতীয় স্নো, সেন্ট, সাবান, তৈল, সিন্দুর, আলতা, কুমকুম, লিপষ্টিক, আশি, চিরুণী, ফিতা, ক্লিপ, রুমাল, বিয়ের টোপর, সাজ করিবার সরঞ্জাম, খেলনা ইত্যাদি সুলভ মূল্যে পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় হইয়া থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

প্রোঃ—শ্রীসত্যনারায়ণ দত্ত
কেন্দোড়া।

স্পেশ্যাল মিঠে পান বিক্রেতা

প্রোঃ—শ্রীচন্ডীচরণ কর
বেলেকুড়া—চকবাজার।

কর্তা বেশো বলে।

স্পেশ্যাল মিঠে পান এলো চণ্ডী করের দোকানে।
ভালো পান যারে দেখা যে, মসলা দেওয়া আর বলে।
(তবে) গোটা কয়েক আনতে দিবে, আতুর আদরে দিবে।

পূজায় পার্ব্বণে

ডাহুর জাগরণে মিষ্টান্ন কিনতে হলে

মনে রাখবেন—

—গণেশ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার—

প্রোঃ—শ্রীহরিপদ মোদক

কেঞ্জেকুড়া, চক্‌বাজার—বাঁকুড়া।

গণেশ মিষ্টান্ন ভারে।

খাঁটী জিনিষ পাওয়া যায় সস্তা দরে—

রসগোল্লা, ঝিলাপী, খাজাহে, দরবেশ আদি করে

পানতুয়া. লেডিকেনি, রসমালাই নাইজ ভরে

ক্ষীরকদম কালোজাম হে বলব কত নাম করে

একবার খেলে চাইবে আবার কেঞ্জেকুড়া বাজারে।

নিউ ফেমাস টী ষ্টল

ভালো চা খেতে হলে মদনমোহন কর্ম্মকারের দোকানই প্রসিদ্ধ। এখানে সবার সেরা উৎকৃষ্ট চা তৈয়ার হইয়া থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

প্রোঃ—শ্রীমদনমোহন কর্ম্মকার

কেঞ্জেকুড়া—চকবাজার, বাঁকুড়া।